কাঁচ কাঁচ ফুলকি
কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য

কালো মার্জারীর তৎপরতায় চাঁদ সন্তর্পণে পা রাখে
নিমগাছের অলিতে গলিতে
এতটা আলো চায়নি সে, চেয়েছিল মধ্যবর্তী
আলাপিত জীব...।
সাইডওয়াক কিংবা পেভমেন্টে আলোরা সাঁতার কাটে
মৎস্যনারীদের মতো মোমছাপা শরীরে কাঁচ কাঁচ ফুলকি উৎসব
বিএলটি-র হরিয়ালি ঘাঘরায় জানু ঢেকে
বৃষ্টিবিন্দুরা গন্ধ শোনে সেইসব...
এতটা আলো চায়নি তারা — চেয়েছিল
সবের মতো, কুয়াশার মতো নির্বিকল্প সমর্পিত মনন,
ইন্দ্রপ্রস্থের পাওয়ার স্টেশনে এখন চাঁদেদের
তারাদের হ্যালোজেনদের মেহ্‌ফিল—
খাণ্ডববনের মুক্ষি পায়রারা হাততালি দেয়
জমাটি খণ্ড হরে হোমো হ্যাবিলিস কোন
কৃষ্ণ রমণী আরবান সময় কুড়োয়
চোখবাঁধা গান্ধারী অন্ধকারে।

খণ্ডিতা
প্রশান্ত বারিক

মাটির উপর নদী প্রকৃতই টেনে দেয় গভীরতম বিভাজন রেখা
বহুবর্ণ উপলখণ্ড, পাথরের চাঁই বাধক হয় না তার —বস্তুত বুক পেতে
আবাহন করে —নিজেদের পোড়াদেহ স্নাত হবে বলে নগ্ন জলস্রোতে...

দুই পাড়ের সারি সারি তালগাছ অসংখ্য খেজুর কাশবন শরবন এই কথা জানে
ছোটো অজপাড়াগাঁয়ের অবোধ বধূটি — গৃহস্থের পোষা মাটি হাঁসের মতো
যার খণ্ডিত বাধ্যজীবন — সেও এই বিভাজন রেখার রূঢ় সত্য জানে!

তাই প্রতিদিন স্নানশেষে নির্জন নদীতীরে দাঁড়িয়ে —
ভেজা ঘোমটার থেকে ব্যথাতুর চোখ মেলে ওপারের ধূসর প্রান্তর রেখায়
প্রিয়তম কোনো আভাস খুঁজে পেতে চায়!

দৃষ্টির আড়ালে দূরগামী বাস যায় — তার তীব্র হর্নের শব্দ এতো হৃদয়
মথিতকারী-বেদনাবিদুর — বিগত জন্মের হাতছানি যেন—
সেইসব স্মৃতি ও শৈশবগন্ধ ছোটো সে নদীর জলে চোখ থেকে ঝরে পড়ে

এই বিভাজন রেখার দুঃখ নদীধারের নিম ও বাবুলেরা ভালমতো বোঝে
কেননা একদিন চিতাকাঠ হয়ে এরাই — দাউ দাউ আগুনজ্বালা বুঝে
হিম দেহখানি তার, তুলে নিয়ে মুক্তির আকাশে ছড়াবে।